أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/٨)

www.motaher21.net

وَذَرُوا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوٓا

সূদের যা বকেয়া আছে তা বর্জন কর;

Give up what remains of your demand for usury

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২৭৮

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوٓا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সূদের যা বকেয়া আছে তা বর্জন কর; যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

২৭৮ নং আয়াতের তাফসীর:

আল্লাহ্‌ভীরুতা অর্জন এবং সুদ পরিহার করা

মহান আল্লাহ্ তাঁর ঈমানদার বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাঁকে ভয় করে ও ঐ কার্যাবলী হতে দূরে থাকে যেসব কাজে তিনি অসন্তুষ্ট থাকেন। তাই তিনি বলেনঃ

﴿ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴾

‘হে মু’ মিননগণ! তোমরা সাবধান থেকো, প্রতিটি কাজে মহান আল্লাহ্কে ভয় করে চলো এবং মুসলিমদের ওপর তোমাদের যে সুদ অবশিষ্ট রয়েছে, সাবধান! যদি তোমরা মুসলিম হও তাহলে তা নিবে না!’ কেননা এখন তা হারাম হয়ে গেছে।

যায়দ ইবনু আসলাম (রহঃ) , ইবনু যুরাইয (রহঃ) , মুকাতিল ইবনু হাইয়্যান (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতটি সাকিফ গোত্রের উপগোত্র ‘আমর ইবনু ‘উমায়ির এবং মাখজুম গোত্রের বানী মুগীরার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তাদের উভয় গোত্রের মধ্যে জাহিলিয়াত যামানা থেকে সুদের লেনদেন চলে আসছিলো। উভয় গোত্রের লোকেরা যখন ইসলাম কবূল করে তখন মুগীরাহ গোত্রের লোকদের কাছে সাকিফ গোত্রের লোকদের সুদের টাকা পাওনা ছিলো। মুগীরাহ গোত্রের লোকদের কাছে সুদের টাকা চাইতে গেলে তারা সাকিফ গোত্রের লোকদেরকে বলেঃ ইসলাম কবূল করার পর আমরা আর সুদ প্রদান করতে পারি না। অবশেষে তাদের মাঝে ঝগড়া বেধে যায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর মাক্কার প্রতিনিধি আত্তাব ইবনু উসাইদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর কাছে এ ব্যাপারে জানতে চেয়ে একটি চিঠি লেখেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটা লিখে পাঠিয়ে দেন এবং তাদের জন্য সুদ গ্রহণ অবৈধ ঘোষণা করেন। ফলে বানূ আমর তাওবাহ করে তাদের সুদ সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেয়। এই আয়াতে ঐ লোকদের ভীষণভাবে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে যারা সুদের অবৈধতা জানা সত্ত্বেও তার ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

অত্র আয়াতে বিশেষ করে মু’ মিনদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহ তা ‘আলা বকেয়া সুদ বর্জন করার নির্দেশ দিচ্ছেন। যদি বিরত না থাকে তাহলে তা আল্লাহ তা ‘আলা ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। এটা এমন কঠোর ধমক যে, এ রকম ধমক অন্য কোন পাপের ব্যাপারে দেয়া হয়নি। এ জন্য আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন: ইসলামী দেশে যে ব্যক্তি সুদ বর্জন করবে না দেশের শাসকের দায়িত্ব হবে তাকে তাওবাহ করানো এবং সুদ খাওয়া থেকে বিরত না হলে তার শির-েদ করা। (তাফসীর ইবনে কাসীর ১/৭২০) সুদের ব্যাপারে এটাই সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত। আর যদি তাওবাহ করে নেয় তাহলে ঋণদাতাগণ মূলধন পাবে, ফলে ঋণদাতাগণ মূলধন থেকে বঞ্চিত হবে না আর সুদগ্রহীতাগণ মাজলুম হবে না।

যদি ঋণগ্রহীতা (যিনি ঋণের বিনিময়ে সুদ দেবে) অভাবী হয় তাহলে তাকে সুদমুক্ত ঋণ পরিশোধ করার অবকাশ দেয়া উচিত, আর মাফ করে দিলে তা অনেক উত্তম।

অতঃপর আল্লাহ তা ‘আলার দিকে ফিরে যাওয়াকে ভয় করার নির্দেশ দিয়েছেন যেদিন প্রত্যেককে তার কৃত আমলের ফলাফল দেয়া হবে।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. সুদ খেয়ে থাকলে তা থেকে তাওবাহ করা আবশ্যক।